প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩-এর ৫০নং আইন

[১লা অক্টোবর, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

কোন কোন ভাষায় কেন্দ্রীয় বিধিসমূহের প্রাধিকৃত পাঠের ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

[৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩]

ভারত সাধারণতন্ত্রের চতুর্বিংশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, ইহা সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

কোন কোন ভাষায় কেন্দ্রীয় বিধিসমূহের প্রাধিকৃত পাঠ।

২। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে বিনির্দিষ্ট (হিন্দী ভিন্ন অন্য) যেকোন ভাষায়—

(ক) কোন কেন্দ্রীয় আইনের বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রখ্যাপিত কোন অধ্যাদেশের অথবা

(খ) সংবিধান অনুযায়ী বা কোন কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী জারিকৃত কোন আদেশ, নিয়ম, প্রনিয়ম বা উপবিধির

কোন অনুবাদ, রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীনে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইলে, ঐ ভাষায় উহার প্রাধিকৃত পাঠ বলিয়া গণ্য হইবে।

নিয়মাবলী প্রণয়ণের ক্ষমতা।

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকা কালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্গত হইতে পারে : এবং যদি পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

সচিব,
ভারত সরকার।